بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বাণী

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি 'মহান শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ঐতিহাসিক এই দিনে আমরা মাতৃভাষা বাংলার জন্য আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অনন্য সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করি। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত, শফিউর-সহ সকল ভাষা শহীদদের- যাঁরা বাংলা ভাষার মর্যাদা ও মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

১৯৯৯ সালে দু'জন প্রবাসী বাংলাদেশির উদ্যোগ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সক্রিয় সমর্থনে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং প্রচারের লক্ষ্যে ইউনেস্কো আমাদের 'শহীদ দিবস' ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির সংস্কৃতি ও পরিচয়ের একনিষ্ঠ প্রবক্তা। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের প্রস্তাবক ছিলেন- যা ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি বারবার গ্রেফতার হয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা সংগ্রামীদের হত্যার ঘটনায় বঙ্গবন্ধু তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাভাষাকে তুলে ধরেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলা' অর্থাৎ একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি আশা করি দেশ-বিদেশের সকল বাংলাদেশি ২০৪১ সালের মধ্যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে দেশের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমি বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি)